03

দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কিশোরগঞ্জের সাড়ে ১২ হাজার শিশু প্রাঃ শিক্ষা থেকে ঝরে পড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কিশোরগঞ্জ।— অভিভাবকদের অসচেতনতা, পারিবারিক অসচ্ছলতা ইত্যাদি কারণে জেলার ১৩টি থানার মোট ১২ হাজার ৫০৩ জন শিশু চলতি শিক্ষাবর্ষ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম থেকে ঝরে পড়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৩টি থানায় ৮০৮টি সরকারী, ৩৫৭টি রেজিস্ট্রার্ড এবং ১২৪টি রেজিস্ট্রিবিহীনসহ মোট ১২৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। চলতি শিক্ষাবর্ষে এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি-কৃত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ২১ হাজার ৮৮০ জন। এদের মধ্যে ১২ হাজার ৫০৩ জন পারিবারিক অসচ্ছলতা, অভিভাবকদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবসহ পারিপার্শ্বিক পরিবেশের শিকার হয়ে মাঝপথে এসে 'ড্রপ আউট' হয়। এসব ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রীদের গড় হার হচ্ছে শতকরা ৪ দশমিক ৪ ভাগ। আর ছাত্রছাত্রীদের 'ড্রপ আউটের' হার জেলার ৪টি হাওর থানাতেই বেশী। এ ৪টি হাওর থানার মধ্যে ইটনা থানায় শতকরা ৭ দশমিক ১ ভাগ, অষ্টগ্রাম থানায় ৬ দশমিক ৬ ভাগ, নিকলীতে ৪ দশমমিক ২ ভাগ ও মিঠামইন থানায় ৭ দশমিক ২ ভাগ শিশু ড্রপ আউট হয়।

৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া হতভাগ্য শিশুদের মধ্যে কিশোরগঞ্জ সদরে ৪৬৭ জন, তাড়াইলে ৯৮৪ জন, করিমগঞ্জে ১১২৫ জন, হোসেনপুরে ৬৭২ জন, পাকুন্দিয়ায় ৯৩৩ জন, কটিয়াদীতে ১০৪০ জন, বাজিতপুরে ১১২০ জন, কুলিয়ারচরে ১১৫০ জন, ভৈরবে ১২২৩ জন, অষ্টগ্রামে ১১৭৭ জন, ইটনায় ১০৭৫ জন, মিঠামইনে ১০০০ জন ও নিকলী থানায় ৫৩৭ জন শিশু রয়েছে। উল্লেখ্য, একই সাথে দেখা গেছে এ ১৩টি থানার যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়েছে সেসব বিদ্যালয়ের শিশুরা ড্রপ আউট হচ্ছে না।